১১২-সূরাতুল ইখলাস[১]

আয়াত-৪, মাক্কী

[১]

❖ **শাব্দিক অর্থ ঃ**

ইখলাস শব্দের অর্থ হল বিশুদ্ধকরণ। অত্র সূরায় বর্ণিত তাওহীদে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসই হল প্রকৃত তাওহীদ। যেখানে শির্কের গন্ধও থাকবে না। এই ভাবার্থ অনুযায়ীই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ইখলাস।

❖ **সূরার নামসমূহ :**

১. সূরাতুল আল-ইখলাস।

২.ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:"তোমাদের কেউ কি এক রাতে ক্বুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম?"সাহাবিগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে কে এক রাতে ক্বুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে?'তখন তিনি বললেন:"ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস) ক্বুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।"[1]

গ.আল-মু'আউবিযাত : এটিকে সূরা ফালাক ও সূরা নাসের সঙ্গে একত্রে আল-মু'আউবিযাত নামেও অভিহিত করা হয়।"রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের শেষে (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস অর্থাৎ) মু'আউবিযাত পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[2]

❖ **ফযীলত ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

ক্বুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য:

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) বারবার পাঠ করতে শুনলেন। সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি জানালেন। মনে হলো, ওই ব্যক্তি সূরাটিকে কম মনে করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই এটি ক্বুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।"[3]

মুআওয়িযাতের অন্তর্ভুক্ত :

উকবা ইবনু আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:"...একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে বললেন,'হে উকবা ইবনু আমির! আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি সূরা শিক্ষা দেব না, যেগুলোর অনুরূপ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও ফুরকানে অবতীর্ণ হয়নি? এমন যেন না হয় যে, তোমার কোনো রাত অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ তুমি সেগুলো পাঠ করো না। সেগুলো হলো: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস।'

[1] সহীহ মুসলিম-৮১১, সহীহ বুখারী-৫০১৫।
[2] আবূ দাউদ-১৫২৩।
[3] সহীহ বুখারী-৫০১৩।

উকবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর থেকে এমন কোনো রাত আমার অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে আমি সূরাগুলো পাঠ করিনি। আর এগুলো পরিত্যাগ না করাই আমার জন্য যথার্থ; যেহেতু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এগুলো পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[4]

সকাল-সন্ধ্যায় মুআওয়িযাত (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) পাঠ :

আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:"এক বৃষ্টিমুখর রাতে এবং প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে বের হলাম, যেন তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অবশেষে আমি তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'বলো।' কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, 'বলো।' তবুও আমি কিছু বললাম না। তিনি তৃতীয়বার বললেন, 'বলো।' আমি বললাম, 'আমি কী বলব?' তিনি বললেন, 'তুমি قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এবং দুই মুআওয়িযাত (সূরা ফালাক ও নাস) সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করবে। তা তোমার জন্য সবকিছুর বিপরীতে যথেষ্ট হবে।'[5]

ঝাড়ফুঁক ঃ

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত:"রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন, তখন তিনি মুআওয়িযাত পাঠ করে নিজের ওপর ফুঁ দিতেন। অতঃপর যখন তাঁর অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন আমি তাঁর ওপর সেগুলো পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীর মাসেহ করে দিতাম, তাঁর হাতের বরকত লাভের আশায়।"[6]

রাতে ঘুমানোর পূর্বে তেলাওয়াত :

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত: "নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি তাঁর হাত দুটি একত্রে করতেন। অতঃপর তাতে ফুঁ দিতেন এবং (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস), 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' (সূরা ফালাক্ব) ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' (সূরা নাস) পাঠ করতেন। এরপর হাত দুটি দিয়ে নিজের শরীরের যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন (হাত বুলাতেন)। তিনি তাঁর মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।"[7]

যে ব্যক্তি এ সূরাকে ভালোবাসবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে:

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:"একজন আনসারী ব্যক্তি মসজিদে কুবায় তাঁদের ইমামতি করতেন। তিনি যখনই সালাতে তাঁদের নিয়ে কোনো সূরা পাঠ শুরু করতেন, তখন সূরা ইখলাস দিয়ে শুরু করতেন। এরপর সেটি শেষ করে অন্য একটি সূরা পাঠ করতেন। প্রত্যেক রাকআতেই তিনি এমনটি করতেন। তাঁর সঙ্গীরা এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা বললেন,

[4] সহীহা-৮৯১।
[5] আবূ দাউদ-৫০৮২, হাসান।
[6] সহীহ বুখারী-৫০১৬, সহীহ মুসলিম-২১৯২।
[7] সহীহ বুখারী-৫০১৭।

‘আপনি প্রত্যেক রাকআতে প্রথমে এই সূরাটি পাঠ করেন, তারপর মনে করেন যে, এটি একাই যথেষ্ট নয়; তাই অন্য একটি সূরাও পাঠ করেন। হয় আপনি শুধু এই সূরাটি পাঠ করুন, অথবা এটি বাদ দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করুন।’

তিনি বললেন, ‘আমি এ সূরাটি কখনো বাদ দিতে পারব না। আপনারা যদি চান যে, আমি এভাবেই আপনাদের ইমামতি করি, তাহলে করব। আর যদি অপছন্দ করেন, তাহলে আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব।’ তাঁরা তাঁকে নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি মনে করতেন। তাই অন্য কাউকে ইমাম বানানো তাঁরা অপছন্দ করলেন।

অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে এলে তাঁরা বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে বললেন, ‘হে অমুক! তোমার সঙ্গীরা তোমাকে যা করতে বলছে, তা করতে তোমাকে কী বাধা দিচ্ছে? আর প্রত্যেক রাকআতে এই সূরাটি পাঠ করার প্রতি তোমার এত আগ্রহের কারণ কী?’ তিনি বললেন, ‘আমি এই সূরাটিকে ভালোবাসি।’ তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এই সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।’[8]

যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করতে ভালোবাসে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন:

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত:“নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি সামরিক অভিযানের সেনাদলের আমির হিসেবে পাঠালেন। ওই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করার সময় কিরাআত শেষ করতেন قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) দিয়ে।

তাঁরা ফিরে এসে বিষয়টি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি বললেন, ‘তাকে জিজ্ঞাসা করো, কেন সে এমনটি করে?’তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,‘কারণ, এ সূরায় আর-রহমানের গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে। আর আমি এ সূরাটি পাঠ করতে ভালোবাসি।’ তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাকে জানিয়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালোবাসেন।’[9]

- ❖ সলাতে সূরা ইখলাসের ক্বিরাআত:

বিতরের শেষ রাকাআতে ক্বিরাআত :

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:“রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকআত বিতর সালাত আদায় করতেন। প্রথম রাকআতে পাঠ করতেন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (সূরা আল-আ‘লা), দ্বিতীয় রাকআতে পাঠ করতেন قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (সূরা আল-কাফিরুন) এবং তৃতীয় রাকআতে পাঠ করতেন قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (সূরা আল-ইখলাস)।”[10]

ফজরের সুন্নাতের দ্বিতীয় রাকাআতে ক্বিরাআত:

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:“রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, ‘এ দুটি কতই না উত্তম সূরা!

[8] সহীহ বুখারী-৭৭৪।
[9] সহীহ মুসলিম-৮১৩।
[10] নাসায়ী- ১৭০২,সহীহ।

তোমরা ফজরের পূর্বের দুই রাকআতে সূরা দুটি পাঠ করো। সেগুলো হলো:قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (সূরা আল-কাফিরুন) এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (সূরা আল-ইখলাস)।"

❖ সূরাটির মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

এই সূরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো: মহান আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণতার যাবতীয় গুণাবলি সাব্যস্ত করা এবং সব ধরণের ত্রুটি, অপূর্ণতা ও সাদৃশ্য থেকে তাঁকে পবিত্র ও মহান ঘোষণা করা।

❖ সূরাটির আলোচ্য বিষয়সমূহ:

এই সূরায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলো হলো:

1. মহান আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তা প্রতিষ্ঠা করা।
2. মহান আল্লাহর পরিপূর্ণতার যাবতীয় গুণাবলি রয়েছে এবং সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা।
3. আল্লাহর সন্তান থাকা কিংবা তিনি কারও সন্তান হওয়ার ধারণাকে বাতিল করা।
4. মহান আল্লাহর কোনো সমকক্ষ, সমতুল্য বা সদৃশ নেই—এ কথা ঘোষণা করে তাঁকে সব ধরণের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করা।

➢ বিশেষ তাৎপর্য ঃ

প্রথম দুটি আয়াতে 'আহাদ ও সামাদ'-এ আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াত এবং আসমা ও সিফাতের বিবরণ রয়েছে। পরের দুটি আয়াতে তাঁর সম্পর্কে মানুষের তিনটি বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাকে [আল্লাহর সন্তান আছে, আল্লাহর স্ত্রী আছে এবং তাঁর সমকক্ষ রয়েছে] খণ্ডন করা হয়েছে। ফেরাউন, নমরূদ বা শাদ্দাদের মত যারাই নিজেকে রব বলে দাবী করেছে বা করছে বা করবে বা মানুষ যেসব সত্তাকে প্রভু বা রব বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করছে বা করবে, তারা কেউ সূরা ইখলাসে উল্লিখিত মহান আল্লাহর সত্তার মত বা সমকক্ষ নয়। বিধায় তাদের দাবী বাতিল ও মিথ্যা। যারা আল্লাহর সন্তান ও স্ত্রী নির্ধারণ করেছে, তারাও মিথ্যাবাদী।

❖ শানে নুযূল ঃ

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল," আপনার রবের বংশপরিচয় আমাদের বলুন।" তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী; সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী (সূরা আল-ইখলাস: ১—২)।"[11]

(শুরু করছি) অসীম দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)	১) বলো (হে মুহাম্মদ!), "তিনিই আল্লাহ্ এক,[২]
اللَّهُ الصَّمَدُ (2)	২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,[৩]
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)	

[11] তিরমিযী -৩৩৬৪, হাসান।

৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো জাতও নন [৪] ৪) এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নাই।"[৫]	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

[২] আল্লাহ্ হলেন আল্ আহাদ। এটি তাঁর গুণবাচক নাম। বাংলায় এর প্রতিশব্দ পাওয়া দুস্কর। যদিও এর অনুবাদ এক বা একক করা হয়। আহাদ হল এমন সত্তা যার নেই কোনো নজির, নেই কোনো উযির। যার নেই কোনো সমকক্ষ সত্তা, নেই কোনো অনুরূপ সত্তা, নেই কোনো সমতুল্য সত্তা। আল্লাহ ব্যতীত কোনো জাগতিক সত্তার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তিনি তাঁর সমস্ত গুণে ও কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ।[12]

[৩]আল্লাহ্ হলেন আস্ সামাদ। এটিও তাঁর গুণবাচক নাম। বাংলায় এর প্রতিশব্দ পাওয়া দুস্কর। যদিও এর অনুবাদ মুখাপেক্ষীহীন, অমুখাপেক্ষী বা মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ইত্যাদি অনুবাদ করা হয়। আস-সামাদ হল সেই সত্তা যাঁর নিকটে বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টিই নিজেদের প্রয়োজনে অভিমুখী ও মুখাপেক্ষী হয়। আস-সামাদ হল সেই সত্তা যে পানাহার করে না এবং যে সত্তা চিরন্তন, চিরঞ্জীব, শাশ্বত ও অনিশ্বর।[13]

[৪] এই আয়াতটিতে 'আস-সামাদে'র বিশ্লেষণ রয়েছে। তিনি কারো পিতা নন এবং কারো সন্তান নন। কেননা মানুষের ধারণা অনুসারে প্রত্যেক সৃষ্টি জীবের জৈবিক চাহিদা বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি জীব প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অস্তিত্বে আসে। কিন্তু আল্লাহর তাআলার সত্তা হল 'আস-সামাদ'। তিনি জৈবিক চাহিদার উর্ধ্বে ও প্রজনন প্রক্রিয়ারও উর্ধ্বে। তাই স্ত্রী-সন্তান কোনো কিছুই ধারণ করা তার গুণ নয়। আবার তিনি কারো মাধ্যমে অস্তিত্বেও আসেননি। তিনি আনাদিকাল আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন। তাঁর আদি নেই এবং অন্তও নেই।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন:"অথচ তারা কোনো জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করেছে। তিনি পবিত্র ও মহান, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর স্ত্রী না থাকা সত্ত্বেও তাঁর সন্তান হবে কীভাবে? তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।"[14]

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আরও বলেন: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গোপন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।"[15]

হাদীস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:"আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অথচ এমনটি করার অধিকার তার ছিল না। আর সে আমাকে গালি

[12] ইবনু কাসীর।
[13] ইবনু আব্বাস, ইবনু কাসীর।
[14] সূরা আল-আনআম: ১০০–১০১।
[15] সূরা আল-হাদীদ: ২–৩। সহায়ক আয়াত- সূরা মারইয়াম : ৮৮-৯৫, সূরা আম্বিয়া :২৬-২৭, সূরা সাফফাত : ১৫৮-১৫৯।

দিয়েছে, অথচ এমনটি করার অধিকারও তার ছিল না। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো, তার এ কথা বলা যে, 'আল্লাহ আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না, যেভাবে তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরায় সৃষ্টি করা আমার কাছে মোটেই কঠিন নয়। আর আমাকে গালি দেওয়ার অর্থ হলো, তার এ কথা বলা যে,'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' অথচ আমিই একক, অমুখাপেক্ষী (সকলের আশ্রয়স্থল)। আমি কাউকে জন্ম দিইনি এবং আমাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর আমার সমতুল্য কেউ নেই।"[16]

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:"হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম; আপনার আগে কিছুই ছিল না। আপনিই শেষ; আপনার পরে কিছুই থাকবে না।"[17]

[৫] তাঁর সমমানের ও সমগুণ সম্পন্ন কোনো সত্তাও নেই। তাই তিনি আহাদ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ তাঁর মত কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোত, সর্বদ্রষ্টা।[18]

- ❖ **শিক্ষা ঃ**

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় (তাওহীদ): আল্লাহ সত্তা ও গুণের দিক থেকে সম্পূর্ণ একক; তাঁর কোনো অংশ, শরীক বা দ্বিতীয় কেউ নেই।

আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী (আস-সামাদ): আল্লাহর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, বরং সমগ্র সৃষ্টি তাদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য একমাত্র তাঁরই ওপর নির্ভরশীল।

জন্ম ও বংশের ঊর্ধ্বে: আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি; তিনি সন্তান, পিতামাতা ও সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে পবিত্র।

তুলনাহীন সত্তা: সৃষ্টিজগতে বা অন্য কোথাও আল্লাহর সমকক্ষ, তুলনীয় বা সমমানের কেউ নেই।

শির্কের উৎখাত: এই সূরাটি বহুঈশ্বরবাদ, অন্যের কাছে হাজত বা সাহায্য চাওয়া, আল্লাহর সন্তান বা বংশ কল্পনা করা এবং কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবার মতো যাবতীয় শির্কি বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে। বিধায়-

- যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে, তাদের কথা বাতিল।
- যারা উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে, তাদের কথাও বাতিল।
- যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করে, তাদের বিশ্বাস বাতিল।
- যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর স্ত্রী রয়েছে, তাদের বিশ্বাস বাতিল।
- আল্লাহ কারও মধ্যে প্রবেশ করেন বা কেউ আল্লাহর অংশ, এ ধারণাও বাতিল।
- যারা কোনো সত্তাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, তাদের ধারণাও বাতিল।

[16] সহীহ বুখারী-৪৯৭৪।
[17] সহীহ মুসলিম-২৭১৩।
[18] সূরা শূরা : ১১।